দৈনিক
ইত্তেফাক

24 MAY 2017

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি : এসএমএস পাঠিয়ে প্রতারণার অভিযোগ

পনের দিনে আবেদনকারী ১১ লাখ ৬৫ হাজার, আবেদনের সুযোগ ২৬ মে পর্যন্ত

■ নিজামুল হক

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য ১৫ দিনে প্রায় ১১ লাখ ৬৫ হাজার আবেদন জমা হয়েছে। এর মধ্যে অনলাইনে আবেদনকারীর সংখ্যা দুই-তৃতীয়াংশ। আবেদন ফি বেশি থাকায় এসএমএসের মাধ্যমে আবেদন কম আসছে। এবার ১০টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১৭ লাখ ৮১ হাজার ৯৬২ জন পরীক্ষার্থী এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয় ১৪ লাখ ৩১ হাজার ৭২২ জন। আবেদনের বাইরে এখনো প্রায় ৩ লাখ শিক্ষার্থী। ভর্তি কার্যক্রম তদারকিতে থাকা ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. আশফাকুশ সালেহীন বলেন, ২৬ মে পর্যন্ত আবেদনের সময় রয়েছে। ফলে এখনো আবেদনের সুযোগ রয়েছে এবং অনেকেই আবেদন করবে বলে মনে করেন তিনি।

এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা এবার আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মোট ৯ হাজার ৮৩টি কলেজে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে। এ সব কলেজে একাদশ শ্রেণিতে আসন রয়েছে প্রায় ২১ লাখ।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী গত ৯ মে থেকে দেশব্যাপী একযোগে চলছে একাদশ শ্রেণির ভর্তি কার্যক্রম। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইআইসিটি) এবং কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এবার একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির আবেদন গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণে কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে।

আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা জানান, আবেদনের ফি কেটে নেওয়া হচ্ছে মোবাইল ফোনেই। আর ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কোনো রকমের ঝামেলা ছাড়াই আবেদন করতে পারছে অন্তত ১০টি কলেজে। এতে শিক্ষার্থীদের সময় ও অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে। কোনো ভোগান্তি নেই। তবে একাধিক অভিভাবকের অভিযোগ, অনলাইনে আবেদন ফি কম হলেও মোবাইল এসএমএসের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীকে ১০টি কলেজে আবেদন করতে ১ হাজার ২০০ টাকা দিতে হচ্ছে। এ অর্থ বাড়তি। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এভাবে বাড়তি অর্থ কোন্ কাজে ব্যয় হবে তা প্রকাশ করার দাবি জানান আমিনুল ইসলাম নামে এক অভিভাবক।

অন্যদিকে রাজধানীর একাধিক কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা এবার এসএসসি উত্তীর্ণদের তালিকা সংগ্রহ করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবেদনের জন্য ফ্রি এসএমএস করে দিচ্ছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ ওই শিক্ষার্থীকে কৌশলে সংশ্লিষ্ট কলেজকে পছন্দের তালিকায় রাখতে বাধ্য করছে।

গুলশান কমার্স কলেজে অধ্যক্ষ এমএ কালাম বলেন, অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীদের এসএমএস করিয়ে দেওয়া হয়। তালিকায় অখ্যাত ও নিম্নমানের কলেজ রাখা হয়। এ কারণে শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ শহীদুল আলম একই অভিযোগ করে বলেন, অনেক প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিক্ষার্থীদের ফ্রি এসএমএস করে দেওয়ার নামে প্রতারণা করছে। নীতিমালা অনুযায়ী, প্রথম পর্যায়ে ভর্তি ২০ জুন শুরু হয়ে শেষ হবে ২২ জুন। এরপর ২৮ ও ২৯ জুন ভর্তি করা হবে। শুধুমাত্র পুনঃনিরীক্ষণে ফলাফল পরিবর্তিত শিক্ষার্থীদের পুনরায় ৩০ থেকে ৩১ মে আবেদন গ্রহণ করা হবে। এই শিক্ষার্থীদের সিলেকশন নিশ্চয়ন করা হবে ৬ থেকে ৮ জুন পর্যন্ত।

প্রথম পর্যায়ের নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ফল প্রকাশ করা হবে ৫ জুন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ফল প্রকাশ করা হবে ১৩ জুন এবং তৃতীয় পর্যায়ের ফল প্রকাশ করা হবে ১৮ জুন। এ ছাড়া ১৩ জুন দ্বিতীয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের সিলেকশন নিশ্চয়ন ও তৃতীয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীর সিলেকশন নিশ্চয়নের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে ১৯ জুন।